ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২য় পরিষদের ৭ম কর্পোরেশন সভার (বাজেট সভা) কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
প্রধান অতিথি	: জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
তারিখ	: ২৮ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ ।। ১২ জুলাই ২০২১
সময়	: সকাল ১১.৩০ টা।
স্থান	: ভার্চুয়াল (Zoom) মিটিং।

সভায় উপস্থিতির তালিকা **পরিশিষ্ট "ক"**

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো দুই লক্ষ মা বোনকে। সভাপতি সম্মানিত কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নগরবাসীর কাঙ্খিত সেবা সঠিকভাবে ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে আধুনিক ডিজিটালাইজড স্মার্ট সিটি বাস্তবায়নের কাজ করছে। বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজিব ওয়াজেদ জয়কে সভাপতি ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তুতের জন্য অর্থ ও স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সদস্য ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে এ বাজেট বাস্তবায়ন খুবই চ্যালেঞ্জিং। সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না থাকলে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে না। সিটি কর্পোরেশনকে সনাতনী পদ্ধতি থেকে একটি আধুনিক পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডিজিটালাইজড সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলা হবে। অত:পর তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।

সভাপতি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগে জনবলের সংকট রয়েছে। প্রায় ৪০% জনবল নিয়ে নগরবাসীকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আগামী অর্থ বছরে 'ডিজিটালাইজেশন' এর মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স নয়াবাদী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং পূর্বে এসেসমেন্ট করা বাড়ি ঘরের তথ্য সংগ্রহপূর্বক ট্যাক্স হালনাগাদ করা হবে। ডিজিটাল কার্যক্রমের ফলে ট্যাক্স এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে, নগরবাসী ঘরে বসে ডিএনসিসির বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ট্যাক্স প্রদান করতে পারবেন, এতে ডিএনসিসি'র আয় বাড়বে। তিনি আরও বলেন অভিজাত এলাকাসমূহে বিশেষ করে গুলশান, বারিধারা ও বনানী এলাকায় বাড়ি ভাড়ার হার বেশি। তাই ২০০৮ সালের রেট পুনঃনির্ধারণ করে অভিজাত এলাকায় ট্যাক্স নির্ধারণ করতে হবে।

সভাপতি বলেন, কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিএনসিসি'র শিক্ষাবৃত্তি তহবিল হতে অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করার জন্য অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই সাথে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, করোনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও নিম্ন আয়ের জনপদ ও বস্তিবাসীর আবাসস্থল নিরাপদ রাখার জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট বসানো হবে। বস্তিবাসীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।ডিএনসিসি'র একটি অঞ্চলকে (অঞ্চল-৩) পাইলট হিসেবে ধরে থার্ড পার্টির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

এ পর্যায়ে সভায় সংযুক্ত হন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীকে সভায় সংযুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানান।

মাননীয় মন্ত্রী সভায় সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন ভার্চুয়ালি আপনাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের জনগণ নির্বাচিত করেছে ডিএনসিসিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সকল সমস্যাবলী চিহ্নিত করে, সেগুলো সমাধান করে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য। নতুন প্রজন্মকে একটি সুন্দর, সুস্থ্য পরিবেশে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের সোনার বাংলা গড়ার কাজ সহজ হবে।

তিনি বলেন ২০১৯ সালে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ২০২০ সালে এডিস মশার পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মত দেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা এবং জনগণ এক সাথে কাজ করার ফলে গত বছর সফলভাবে এডিস মশা মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেন, এখন বর্ষাকাল, এডিস মশা জন্মানোর পিক টাইম। সবাই মিলে যদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা কাজ করি তাহলে এডিস মশা মোকাবিলায় গত বছরের চেয়েও বেশি সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

তিনি কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক ওয়ার্ডকে দশ ভাগে ভাগ করে মসজিদের ইমাম, শিক্ষক এবং এলাকার বিশিষ্ট ১০ (দশ) জন ব্যক্তিদের নিয়ে ১০টি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিকে ত্রাণ বিতরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, মশক নিধন কার্যক্রমসহ যেকোন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যাবে।

মাননীয় মন্ত্রী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে 'ডিজিটাল গরুর হাট" আয়োজনের জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে গরুর হাটে সামাজিক দূরত্ব বজায়সহ শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার থেকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা বরাদ্দ আছে, ত্রাণ বিতরণ সঠিকভাবে করতে হবে। তিনি বলেন, নগরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও নির্মাণকাজে দূষণরোধে সকল পর্যায় থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের রাস্তাগুলোর আইডি নম্বর নেই। আইডি নম্বর না থাকায় কোন রাস্তা ওভারলেপিং হচ্ছে কিনা তা বোঝা যায়না। দ্রুততম সময়ের মধ্যে রাস্তাগুলোর আইডি নম্বর প্রদানের অনুরোধ জানান।তিনি আরও বলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সঠিক দায়িত্ব পালন এবং জনগণের পাশে দাড়ানোর ঐকান্তিক মানসিকতা থেকে যদি সবাই মিলে কাজ করি তাহলেই সুন্দর শহর গড়ে তোলা সম্ভব হবে।সভায় উপস্থিত সকলের সফলতা কামনা এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভাপতি সকল কাউন্সিলরদের পক্ষ হতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবন নির্মাণের জন্য জায়গা প্রদানের জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। অতপর সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভা পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেলিম রেজা দীর্ঘসময় ধরে সংযুক্ত থেকে বাজেট সভা সফল করার জন্যসকল কাউন্সিলরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন করোনা মহামারীর উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য সভা অনলাইনে আয়োজন করা হয়েছে। ডিএনসিসি'র নগর ভবনের ৬ষ্ঠ তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ষ্ঠ তলায় দৃষ্টিনন্দন অত্যাধুনিক কনফারেন্স রুম স্থাপন করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও সম্মানিত কাউন্সিলরগণের সহযোগিতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যাচ্ছেন।

অতপরঃ নিম্নরূপ এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্যসূচি-১	:	**বিগত কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।**
আলোচনা	:	বিগত ১০ জুন ২০২১তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী না থাকায়বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত	:	২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি।**
আলোচনা	:	বিগত ১০ জুন ২০২১তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	বিগত ১০ জুন ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় পরিষদের ৬ষ্ঠ কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	খাত	বাজেট ২০২০-২০২১	সংশোধিত বাজেট ২০২০-২০২১	বাজেট ২০২১-২০২২
	প্রারম্ভিক স্থিতি	৩৭২.২৫	৫৪১.৯৭	৩৯০.০০
	আয়ঃ			
১	রাজস্ব	৯৬১.৬৫	৭৩১.৯৩	১১৯৭.৫০
২	অন্যান্য	১২.০০	৭৯.১০	১৯.৭৫
৩	সরকারি অনুদান	১০০.০০	৩৯.৯০	১০০.০০
৪	সরকারি বিশেষ অনুদান	৫০.০০	১৬.৪০	৫০.০০
	মোট	১১২৩.৬৫	৮৬৭.৩৩	১৩৬৭.২৫
৫	সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	৩০১০.৮৫	১৪২৪.০২	৩০৪৯.২০
	সর্বমোট আয়	**৪৫০৬.৭৫**	**২৮৩৩.৩২**	**৪৮০৬.৪৫**
	ব্যয়ঃ			
১	রাজস্ব ব্যয়	৬১৯.৮৫	৫২০.৬৫	৭০১.১৫
২	অন্যান্য ব্যয়	১৩.০০	১০.০০	১৩.০০
৩	উন্নয়ন ব্যয়ঃ			
৩.১	উন্নয়ন ব্যয় (নিজস্ব উৎস, সরকারি অনুদান)	৬৪৯.১৫	৪৮৮.৬৫	৭৬৭.১০
৩.২	উন্নয়ন ব্যয় **(সরকারি/বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প)**	৩০১০.৮৫	১৪২৪.০২	৩০৪৯.২০
	উপমোট-উন্নয়ন ব্যয়	৩৬৬০.০০	১৯১২.৬৭	৩৮১৬.৩০
	সমাপনী স্থিতি	২১৩.৯০	৩৯০.০০	২৭৬.০০
	সর্বমোট ব্যয়	**৪৫০৬.৭৫**	**২৮৩৩.৩২**	**৪৮০৬.৪৫**

সিদ্ধান্ত	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬৬৫ বর্গফুট বা ০.০৬১১৮ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তর প্রসঙ্গে।**

আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান, রাস্তা উন্নয়নের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত রাস্তাটি ওয়ার্ড নং-৩৯, সিটি জরিপ নকশা অনুযায়ী ভাটারা মৌজায় অবস্থিত। হস্তান্তরের ভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা	মৌজার নাম	আর.এস দাগ নং	সিটি জরিপ দাগ নং	হস্তান্তরিত ভূমির পরিমাণ (দৈর্ঘ্য X প্রস্থ)	বর্গফুট
০১	মিসেস আমিনা খাতুন, পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২।	ভাটারা	৬৫৯৬	১০০২৭	৬৩´-০´´X১´-০´´	৬৩
০২	মোঃ মহিউদ্দিন বাবুল গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৮৫	১০০৩০	৪০´-০´´X১´-০´´	৪০
				১০০৩০	৩৫´-০´´X৬´-০´´	২১০
০৩	মোঃ শাহজাহান খাঁন পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৯৪	১০০৩২	৬৭´-০´´X৬´-০´´	৪০২
				১০০৩২	৩০´-০´´X৬´-০´´	১৮০
০৪	মোঃ সিরাজুল আরেফীন পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২।		৬৫৯৪	১০০৩১	৭২´-০´´X৬´-০´´	৪৩২
				১০০৩১	২৬´-০´´X৪´-০´´	১০৪
০৫	মোঃ ইউসুফ আলী পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৮৮	১০০৩৯	৪০´-০´´X২´-০´´	৮০
০৬	হুমায়ুন কামাল গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৯০	৯৭৮০	২৬´-০´´X২´-০´´	৫২
০৭	জংশের আলী পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৮৮	১০০৪০	৮০´-০´´X২´-০´´	১৬০
০৮	মীর কামার উদ্দিন পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৯০	৯৬৫৬	৭০´-০´´X২´-০´´	১৪০
০৯	গোপাল চন্দ্র দাস গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২	ভাটারা	৬৫৮৯	৯৬২৮	৭০´-০´´X২´-০´´	১৪০
১০	গোপাল চন্দ্র দাস গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬৫৮৯	৯৬৫৪	৭০´-০´´X২´-০´´	১৪০
১১	সহিদুল আমিন খন্দকার গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬১৪০	৯৬২৯	১০৪´-০´´X৩´-০´´	৩১২
১২	মোঃ মোজাম্মেল হক পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬১৩৮	৯৬৫৩	২৫´-০´´X৩´-০´´	৭৫

১৩	মোঃ শাহাবুদ্দিন পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬১৩৮	৯৬৫২	৬২-০\৩-০	১৮৬
১৪	সতিন্দ্র দাস গং পূরবী প্রাঙ্গন, নুরেরচালা, ভাটারা,ঢাকা-১২১২		৬১৩৮	৯৬৫১	৮-০\৩-০	২৪০

প্রস্তাবিত রাস্তাটির সিটি জরিপ নকশা অনুযায়ী প্রস্থ ৬ ফুট হতে ১২ ফুট রয়েছে। তবে আবেদনকারীগণ ইতোমধ্যে নিজ উদ্যোগে স্থাপনা অপসারণ করে রাস্তাটির সকল স্থানে ১২ ফুট প্রশস্থ করাসহ রাস্তার উন্নয়ন মূলক কাজ করার লক্ষ্যে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করেছেন। প্রস্তাবিত স্থানটি বর্তমানে রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্ণিত ভূমি হতে প্রস্তাবিত ২৬৬৫ বর্গফুট বা ০.০৬১১৮ (শূন্য দশমিক শূন্য ছয় এক এক আট) একর ভূমি জনস্বার্থে রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণের বিষয়টি বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত	:	রাস্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬৬৫ বর্গফুট বা ০.০৬১১৮ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ডিএনসিসি'র রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন/রিপোর্ট প্রণয়ন/সভা সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্তকৃত অবসরপ্রাপ্ত উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোহসীন আলীকে VAT ও IT সহ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা (সভায় অংশগ্রহণ/অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের দিনের জন্য) করে সম্মানী প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**
আলোচনা	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সভাকে জানান, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫৩(১), ৭২(গ) ও ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্পোরেশন কোন ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং সম্পৃক্তকৃত ব্যক্তিকে তহবিল হতে সম্মানি প্রদান করতে পারে। ডিএনসিসিতে পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্তকৃত ব্যক্তিকে সরকারি পাওনাদিসহ ৩,০০০-৫,০০০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা যেতে পারে। সে মোতাবেক রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্তকৃত জনাব মোঃ মোহসীন আলী, অবসরপ্রাপ্ত উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে সরকারি পাওনাদিসহ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা (সভায় অংশগ্রহণ/অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের দিনের জন্য) করে সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।
সিদ্ধান্ত	:	ক) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫৩(১), ৭২(গ) ও ৭৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্ত করা হলে সম্পৃক্তকৃত ব্যক্তিকে তহবিল হতে সরকারি পাওনাদিসহ ৩,০০০-৫,০০০/-টাকা সম্মানী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) ডিএনসিসি'র রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরামর্শক হিসেবে সম্পৃক্তকৃত অবসরপ্রাপ্ত উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোহসীন আলীকে সরকারি পাওনাদিসহ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে (সভায় অংশগ্রহণ/অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনের দিনের জন্য) সম্মানী প্রদানের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ২. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**বিবিধ**
আলোচনা		বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জনাব আবদুল মতিন, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৪১ বলেন, এ বাজেট জনকল্যাণমূলক হবে। করোনাকালীন সময়ে করোনা মোকাবেলায় বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান।

		জনাব জাকিয়া সুলতানা, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং ১৭ জলাবদ্ধতা নিরসন, জরুরি রাস্তা মেরামত, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি জরুরি কাজে সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের থোক বরাদ্দ দেওয়ার অনুরোধ জানান। জনাব আসিফ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩৩ বলেন, কর্পোরেশন থেকে ম্যাজিস্ট্রেট প্রদান করা হলেওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন। ট্যাক্স আদায়ে রুল মডেল হিসেবে তৈরি হবে তার ওয়ার্ড। জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৪ সভায় মাননীয় মন্ত্রীকে সভায় সংযুক্ত রাখার জন্য মাননীয় মেয়রকে ধন্যবাদ জানান। অতপর তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স আদায় সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে করা হবে। কাজটি ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। এছাড়াও করের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অঞ্চল ভিত্তিক চিরুনি অভিযান পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যাবে। তিনি আরও বলেন বিদ্যমান ARB বোর্ডে আপিল নিষ্পত্তি করলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। চলতি অর্থবছরের ১০% কর রেয়াত সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। চলমান বিধি নিষেধের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে কর আদায় সম্ভব হচ্ছে না বিধায় করদাতাগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে কর রেয়াত সম্পর্কে অবহিত করা যেতে পারে। নতুন এলাকায় ARB বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, যে সকল প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করেনি, তাদের তালিকা প্রস্তুত করে নবায়নের আওতায় আনতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মার্কেটগুলো যুগোপযোগী করে তৈরি করলে এ খাত থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় করা যাবে। বিউটিফিকিশনের নিয়ম কানুনের কিছু পরিবর্তেন সুপারিশ উপস্থাপন করে বলেন নিয়ম কানুন পরিবর্তন করলে এ খাত থেকে বড় ধরনের রাজস্ব আদায় হবে। গুলশান, বনানী ও বারিধারায় বিদ্যমান ট্যাক্স এর হার ৩৩% পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

বিবিধ	:	বিবিধ আলোচনায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়		
সিদ্ধান্ত	:	**ক্রম**	**সিদ্ধান্ত**	**বাস্তবায়ন**
		১.	সাধারণ ওয়ার্ড এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের জলাবদ্ধতা নিরসন, জরুরি রাস্তা মেরামত, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি জরুরি কাজে ব্যবহারের জন্য ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হারে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তবে বরাদ্দকৃত অর্থ সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান ও পিপিআর ২০০৮ (PPR 2008) অনুসরণ করে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
		২.	রিকশার লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
		৩.	৩৩নং ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্যাক্স সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাউন্সিলরের সাথে সমন্বয় করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
		৪.	ডিএনসিসি'র আওতাধীন সড়কসমূহে আইডি নম্বর প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
		৫.	গুলশান, বনানী ও বারিধারা এলাকার জন্য Rate's Chart পুনঃনির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা
		৬.	ডিএনসিসি'র বাজেট প্রণয়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.২৬৩.২০- ২৮০

তারিখ: 15/7/2021

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৩. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ...ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সচিব দপ্তরে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

৬. মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. প্রকল্প পরিচালক, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১১. কর কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১২. সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ..... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৩. সহকারী প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ... (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৬. অফিস কপি।

১৫/০৭/২০২১
মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।